প্রবন্ধ

# আকিদার প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মদ সলিম উল্লাহ্ রিজভি

## পরিচয়

আকিদা (عقيدة) শব্দটি আকাঈদ (عقائد)-এর একবচন। এটি العقد মূলধাতু হতে উদ্ভুত। এর অর্থ দৃঢ়বিশ্বাস, ভিত্তি, গিট ইত্যাদি। শররিয়তের পরিভাষায় -

مَـا عَقَـدَ عَلَيْـهِ الْقَلْـبُ وَالـضَّمِيْرُ مِـنْ التَّوْحِيْـدِ وَالرِسَالَةِ وَمَا جَاءَبِهِ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى-

'তাওহীদ রিসালত ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার উপর মন প্রাণ গ্রথিত করার নামই আকিদা।

[ইকদুল জেনান, পৃষ্ঠা ৭]

এক কথায়, যে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা চেতনা পরিচালিত হয় এবং কর্মসমূহ সম্পাদনের পথ ও পদ্ধতি বৈধতা লাভ করে তারই নাম আকিদা।

## আকিদার প্রকারভেদ

আকিদা দুই প্রকার : عَقِيْدة ظَاهِرى বা উন্মুক্ত, প্রকাশ্য বিশ্বাস ও عَقِيْدَة سِرّى বা গুপ্ত বিশ্বাস।

আকিদায়ে যাহেরী বলতে ইসলামের সামগ্রিক বিষয়গুলোর মৌখিক স্বীকৃতিকে বুঝায়। অন্যদিকে আকিদায়ে সিররী বলতে ওই সমস্ত বিষয়াদিকে মনে প্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে কেউ যদি আকিদায়ে যাহেরী অস্বীকার করে তাহলে সে মুনাফিক হিসেবে পরিচিত হবে। এবং কেউ যদি আকিদায়ে সিররীকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির কিংবা মুশরিক হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ উভয় আকিদার উপর দৃঢ় অবস্থানের নামই ঈমান। এরূপ আকিদার সুফল রয়েছে ব্যক্তির উভয় জগতে।

## আকিদার স্বরূপ

আকিদার প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কিত বিষয়াদি খুবই স্পর্শকাতর। কেননা এসব বিষয়ের ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকলে তাঁর কোন আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন: আল্লাহ্কে স্রষ্টা, অদ্বিতীয়, স্ত্রী-সন্তানহীন, পালনকর্তা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক বলে আকিদা রাখা, নবী-রাসূলকে মানা, প্রিয়নবীকে শেষ নবী মানা, আসমানী কিতাবগুলোকে মানা, ফেরেশতাদের বিশ্বাস করা, পরকালের প্রতি অকাট্য বিশ্বাস, তকদীর বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাই সঠিক আকিদার প্রমাণ। এছাড়া আরো যে সব বিষয় রয়েছে সেগুলোকেই মানা বিশুদ্ধ আকিদার পরিচয় বহন করে। আর এসব বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুলমানের উপর ফরজ। এজন্য আকাঈদ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। হযরত জুনদুর ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ''আমাদের পূর্ণ যৌবনে আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কাটিয়েছি। আমরা ক্বোরআন শেখার পূর্বে ঈমানের (আকাঈদ) শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এরপর ক্বোরআন শেখার মাধ্যমে আমাদের ঈমান আরও মজবুত হয়েছে।'' [ইবনে মাজাহ্, হাদীস ৬১]

## আকিদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জীবন দর্শনে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও অপরিহার্য। এ বিষয়টি পার্থিব ও পারলৌকিক সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সুদৃঢ় ও মজবুত দিক নির্দেশনা প্রদান করে। মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব ইবাদত (নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি) করা হয় সব কিছু কবুলের জন্য বিশুদ্ধ আকিদা প্রয়োজন। প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً-

''যে কোন নর-নারী সৎ কাজ করবে ঈমানদার অবস্থায় অবশ্যই আমি (আল্লাহ্) তাকে পবিত্র উন্নত সমৃদ্ধ জীবন দান করব।'' [সূরা নাহল: ৯৭]

এ আয়াতে নেক আমল কবুলের জন্য ঈমান তথা বিশুদ্ধ আকিদার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। আর আকিদা সহিহ ও একনিষ্ঠ হলে সকল ইবাদত কবুলের নিশ্চয়তা রয়েছে। তাছাড়া ইন্তিকালের পর কবরে মুনকার নাকিরের প্রশ্নোত্তর হবে আকিদা সম্পর্কিত। আখিরাতের প্রথম পর্যায়ে (কবরে) আমল সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন করা হবে না।

তিনটি প্রশ্নই আকিদা বিষয়ক। যেমন: من ربك (তোমার

প্রভু কে?) ২. وما دينك তোমার ধর্ম কী?), ৩. وما كنت تقول فى حق هذا الرجل الذى بعث فيكم- (এ ব্যক্তি সম্পর্কে (নবীজিকে ইঙ্গিত করে) তোমার অভিমত কি? যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল?) এ ক্ষেত্রে যারা দুনিয়াতে বিশুদ্ধ আকিদার সঙ্গে আমল করেছে তারা তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে। এবং কিয়ামতে সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত শান্তির স্বর্গীয় পরিবেশে কবর জীবন কাটাতে পারবে। পক্ষান্তরে যারা বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করবে না তারা কবরে সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হবে। ফলে কবর জীবন হবে তাদের জন্য এক কষ্টের কারাগার। আকিদা সহীহ না থাকার কারণে তাদের উভয় জগতে রয়েছে লাঞ্ছনা ও শাস্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا اِلٰى هَؤُلَاءِ وَلَا اِلٰى هَؤُلَاءِ

"মাঝখানে দোদুল্যমান যাকে, না এদিকের ও দিকের।"

[সূরা নিসা: ১৪৩]

অর্থাৎ দ্বিরকম আকিদা পোষণকারা উভয় জগত বৃথা।

## বিশুদ্ধ আকিদার সুফল

বিশুদ্ধ আকিদার সুফল অত্যন্ত ব্যাপক। মু'মিন জীবনের প্রতিটি কাজের সাথে আকিদার সম্পর্ক রয়েছে। সহীহ আকিদার সাথে ব্যক্তির আমল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكّٰى

"নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে যারা পবিত্রতা অর্জন করেছে।"[সূরা আ'লা: ১৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

"নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করেছেন, যিনি তাকে (আত্মাকে) পবিত্র করেছেন (বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করেছেন)।

[সূরা শামস: ৯]

সুতরাং বলা যায় ব্যক্তির উভয় জগতে সফলতার জন্য বিশুদ্ধ আকিদার কোন বিকল্প নেই। আকিদা বিশুদ্ধ করে যে কোন আমল করলে তা কবুলের নিশ্চয়তা রয়েছে।

## ভ্রান্ত আকিদার কুফল

আকিদা সহীহ না করে একজন লোক যদি সারা জীবন নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি আমল করে তাহলে তা কখনো কবুল হবে না। তার সব আমলই নিষ্ফল ও অন্ত সারশূন্য। যেমন কাদিয়ানী গোষ্ঠী প্রিয়নবীকে শেষ নবী মানে না, শিয়ারা শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে খলিফা মানে না, খারেজীরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বিরোধীতা করে, ওহাবীরা-হেফাজতীরা প্রিয়নবীর শানে গোস্তাখী করে, জামাতীরা সাহাবীদেরকে সত্যের মাপকাটি মানে না ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদার ফলে তাদের আমল কবুল হবে না। এটা সর্বজন স্বীকৃত অভিমত। অনুরূপভাবে যারা নূরনবীকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ মনে করে, হায়াতুন্নবী মরে মাটি হয়ে গেছেন, তাঁর কোন ক্ষমতা নেই, শাফায়াতকে অস্বীকার করে আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে তাদের কোন আমলই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। কেননা اِهَانَةُ الرَّسُوْلِ كُفْرٌ প্রিয়নবীর শানে বেয়াদবী করলে সকল ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন-

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

"তোমাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তা তোমরা টেরও পাবে না।" [সূরা হুজুরাত -২]

সাম্প্রতিকালে কিছু আলেম নামধারী জ্ঞানপাপী বলে বেড়াচ্ছে যে, নাজাতের জন্য আমলই যথেষ্ট সেখানে আবার আকিদা কি? তাদের উত্তরে বলতে হয়, আকিদা বিশুদ্ধ না করে আমল যত বেশি হোক না কেন তা খোদার দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা আমল কবুলের পূর্বশর্ত আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া। তাই যারা আল্লাহর সাথে মিথ্যারোপ করে, নবীজির শানে বেয়াদবী করে, সাহাবীদের সমালোচনা করে, আউলিয়া কেরামদের মানে না, ইবাদত নিয়ে প্রশ্ন তুলে, তাদের নামায রোজার অগণিত থাকতে পারে কিন্তু তা কবুলের কোন নিশ্চয়তা নেই। এপ্রসঙ্গে হযরত আবদুল গণি মোহাদ্দেসে দেহলভী বলেন-

اِنَّ كَثْرَتَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالْقُرْبَاتِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْعَقِيْدَةِ الْفَاسِدَةِ-

"বাতিল-ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারী ব্যক্তির নামায রোজার আধিক্য কোন উপকারে আসবে না।"

[হাশিয়ায়ে ইবনে মাজাহ: পৃষ্ঠা ৯৭]

কাজেই উভয় জগতে উন্নতি এবং ইবাদত আমলের জন্য অবশ্যই দরকার বিশুদ্ধ আকিদা। আর বিশুদ্ধ আকিদার ধারনের অপর নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আল্লাহ্ যেন সবাইকে বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করে আমলের মাধ্যমে কামিয়াবী দান করেন।